শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০১৮

(২০১৮ সনের---- নম্বর আইন)

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

যেহেতু বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মজীবী/পেশাজীবী মায়েদের শিশুদের দিবাকালিন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন প্রণয়ন করা হইল;

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ **(১)** এই আইন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে কতিপয় শব্দের নিম্নরূপ সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইবে;

(১) শিশু: দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভর্তির যোগ্যতাসম্পন্ন ছয় মাস থেকে ছয় বৎসর বয়সের শিশু।

(২) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র: বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে একাধিক শিশুকে দিবাকালিন সেবা প্রদানের জন্য উপযুক্ত দিবাযত্ন কেন্দ্র।

(৩) লাইসেন্স: এই আইনের অধীনে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনার নিমিত্ত প্রদত্ত লাইসেন্স।

(৪) কর্তৃপক্ষ: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত দপ্তর/সংস্থা।

(৫) কর্মজীবী মা: যে মা অর্থ উপার্জনের জন্য নিজে কোন কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন ।

(৬) পেশাজীবী মা: যে মা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য নির্বিশেষে বিশেষ কোন কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন ।

(৭) ফি: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের লাইসেন্স ফি এবং শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফি ও মাসিক সেবা মূল্য **(Service Charge)**।

(৮) বেবী সিটার: মা-বাবা বা অভিভাবকের সাময়িক অনুপস্থিতিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক শিশু লালন-পালনকারী।

(৯) অপরাধ: এই আইনের অধীনে কৃত অপরাধ।

(১০)নিরাপত্তা: শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রদেয় সুবিধা ও অধিকার।

(১১) বিধি: এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবন্ধন , লাইসেন্স গ্রহণ, প্রদর্শন, হস্তান্তর ও রহিতকরণ

৩। নিবন্ধন **(Registration)** ও লাইসেন্স **(License) : (১)** এই আইনের অধীনে নিবন্ধন এবং লাইসেন্স ব্যতিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা বেবী সিটিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং সরকার হতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইবে না। তবে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

৪। নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ: **(১)** নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বলিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত/অনুমোদিত (authorised) ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে।

(২) নিবন্ধক ও লাইসেন্স প্রদানকারী একই ব্যক্তি হইবেন ।

(৩) নিবন্ধকের যোগ্যতা, নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

(৪) নিবন্ধকের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ও কার্যপরিধি সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

৫। লাইসেন্সের আবেদনঃ **(১)** এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফরমে লাইসেন্সের জন্য সরাসরি/অনলাইনে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) লাইসেন্সের শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে । আবেদনকারী কর্তৃক লাইসেন্সের শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে প্রাথমিকভাবে ২ **(দুই)** বছর বা কম সময়ের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে এবং সন্তোষজনক কার্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা প্রতি দুই বছর অন্তর নবায়ন করা যাইবে ।

(৩) কোন আবেদনকারীকে লাইসেন্স ইস্যু করা না হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহা লিখিতভাবে/অনলাইনে জানাইতে হইবে।

৬। লাইসেন্স ফি ও মেয়াদকালঃ **(১)** লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে লাইসেন্স ফি ও লাইসেন্স নবায়ন ফি প্রদান করিতে হইবে।

৭। দিবাযত্ন কেন্দ্রের ধরণ**: (১)** এই আইনের অধিনে তিন ধরণের শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র থাকিবে**;**

(ক) সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে পরিচালিত

(খ) সরকার কর্তৃক সাবসিডাইজড এবং

(গ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত।

(২) সকল সরকারী**,** বেসরকারী**,** আধাসরকারী ও স্বায়ত্বসাশিত প্রতিষ্ঠানে এবং বহুতল আবাসিক ও বানিজ্যিক ভবনে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধন ও লাইসেন্সসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করিতে হইবে ।

(৩) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য**,** লাইসেন্স ফি**,** শিশুর বয়স ও ভর্তির যোগ্যতা, শিশু ভর্তি ফি**,**মাসিক সেবামূল্য**,** শিশুকে প্রদেয় সেবা**,** শিশুর বিকাশ ও নিরাপত্তা**,** সেবা প্রদানকারীর যোগ্যতা এবং আবেদনকারী সম্পর্কে পুলিশ প্রতয়নসহ যাবতীয় বিষয়াদি বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

(৪) সকল দিবাযত্ন কেন্দ্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে **breast feeding corner** এবং বিশেষ শিশুদের **(Special child)** জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ।

(৫) প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেনী পর্যন্ত শিশুদের বিদ্যালয় শুরুর আগে এক ঘন্টা এবং বিদ্যালয় ছুটির পরে এক ঘন্টা রাখার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৮। প্রদেয় সেবা ও ব্যবস্থাপনা । -শিশুকে প্রদেয় সেবা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে শিশুর চিকিৎসা , পরিচর্যা ,পুষ্টি ,স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনাসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মান অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে ।

৯। প্রদেয় সেবা প্রদানকারীর যোগ্যতা: শিশুকে প্রদেয় সেবা প্রদান কারীর যোগ্যতা এই আইনের অধিনে প্রনীত Standard Operating Procedures (SOP) দ্বারা পরিচালিত হইবে ।

১০। লাইসেন্স প্রদর্শনঃশিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের লাইসেন্স**,** ভর্তি ফি এবং সার্ভিস চার্জ দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

১১। লাইসেন্স বাতিল**,** স্থগিত ও রহিতকরণ**: (১)** লাইসেন্সে প্রদত্ত কোন শর্তের ব্যত্যয় ঘটিলে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের লাইসেন্স বাতিল **,**স্থগিত বা রহিত করিতে পারিবে।

(২) কোন লাইসেন্স রহিত**,** স্থগিত বা বাতিলকরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই লাইসেন্সধারীকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোন সংগত কারণে লাইসেন্সধারী তিন মাসের নোটিশে লাইসেন্স সরকারের নিকট সমর্পণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন লাইসেন্স রহিত**,** স্থগিত বা বাতিলকরণ আদেশের বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করা যাইবে।

১২। লাইসেন্স হস্তান্তরঃ **(১)** কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের লাইসেন্স হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের কোন লাইসেন্সধারীর মৃত্যুতে তাহার বৈধ উত্তরাধিকারী, যথাযথ যোগ্যতা সম্পন্ন হইলে, লাইসেন্সধারীর মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যে লাইসেন্স হস্তান্তরের আবেদন করিতে পারিবেন। লাইসেন্সধারীর মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যে মৃত্যুর খবর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা না হইলে সংশ্লিষ্ট দিবাযত্ন কেন্দ্র বৈধ লাইসেন্সকৃত দিবাযত্ন কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

রেজিষ্টার সংরক্ষণ, পরিদর্শন ও কেন্দ্র বন্ধের নির্দেশনা

১৩। রেজিষ্টার সংরক্ষণঃ (১) সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরে অবশ্যই লাইসেন্সকৃত দিবাযত্ন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদানের তারিখ ও নম্বরসহ রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক দিবাযত্ন কেন্দ্রের লাইসেন্সধারীকে অবশ্যই দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশু এবং কর্মচারীদের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক দিবাযত্ন কেন্দ্রের লাইসেন্সধারীকে অবশ্যই দিবাযত্ন কেন্দ্রের আয়-ব্যয়ের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বৎসর শেষে স্বীকৃত অডিট ফার্ম কর্তৃক নীরিক্ষা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরে জমা দিতে হইবে ।

১৪। পরিদর্শনঃ কর্তৃপক্ষ অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যে কোন যুক্তি সংগত সময়ে কোন লাইসেন্সকৃত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরির্দশন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনকাল রেজিষ্টার,রেকর্ডপত্র বা যে কোন কার্যক্রম পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

১৫। কেন্দ্র বন্ধের নির্দেশনাঃ সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারীকে যে কোন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সের কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত দিবাযত্ন কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নিরাপত্তা, অপরাধ ও দন্ড

১৬। দিবাযত্ন কেন্দ্রের শিশুর নিরাপত্তা : শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে ভর্তিকৃত শিশুকে কেন্দ্রে অবস্থানকালিন বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।

১৭। নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতার দন্ড : (১) ১৫ ধারায় বর্ণিত নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ লাইসেন্সধারীর লাইসেন্স বাতিল করা হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই আইন অথবা দেশে প্রচলিত প্রযোজ্য অন্য যে কোন আইনের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(২) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রবেশপথে ও অভ্যন্তরে **close circuit camera** বা **latest similar device** স্থাপন করিতে হইবে এবং কেন্দ্রে শিশুর অবস্থানকালিন উক্ত **camera** বা **device** কার্যকর রাখিতে হইবে। এই বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ লাইসেন্সধারীর লাইসেন্স বাতিল করা হইবে এবং তিনি সর্বোচ্চ ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৮। লাইসেন্স ব্যতিত কেন্দ্র পরিচালনার দন্ড: এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র বা বেবি সিটিং কার্যক্রম পরিচালনা করিলে তিনি এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী হইবেন এবং সর্বোচ্চ ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা ১(এক) বছরের সশ্রম কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৯। লাইসেন্স প্রদর্শন না করার দন্ড: এই আইনের ধারা-৯ এর বিধান লঙ্ঘনকারী সর্বোচ্চ ৫০(পন্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং লাইসেন্স প্রদর্শন না করা পর্যন্ত পরবর্তী প্রতি দিনের জন্য দৈনিক ১(এক) হাজার টাকা হারে জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

২০। পরিদর্শনে বাধা প্রদানের দন্ড: এই আইনের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে কোন দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শনকালে রেকর্ডপত্র প্রদর্শন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে বা পরিদর্শনকালে বাধা প্রদান করিলে তিনি উক্ত সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে কর্তব্য কাজে বাধা প্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত হইবেন এবং এই অপরাধের জন্য বাংলাদেশ দন্ডবিধিতে উল্লেখিত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২১। নির্দেশনা অমান্য ও দন্ড: এই আইনের অধিনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ লাইসেন্সধারী অনধিক ১(এক) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড অথবা ৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারা দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২২। অন্যান্য অপরাধ ও দন্ড: (১) এই আইনের অধীনে কৃত অপরাধসমূহ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচার্য হইবে ।

(২) এই আইনে উল্লেখ নাই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে সংঘটিত তেমন অপরাধ দেশে প্রচলিত প্রযোজ্য অন্য যে কোন আইনের আওতায় যথাযথ আদালতে বিচার্য হইবে ।

(৩) এই আইনে উল্লেখ নাই তেমন উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনকল্পে সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

আইনের প্রাধান্য ও বিধি প্রণয়ন

২৩। আইনের প্রাধান্যঃ দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

২৪। বিধি প্রণয়নঃ এই আইনের উদ্দ্যেশ্য বাস্তবায়নকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।